12-2-54

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিমিটেডের

সাতসাগর

যারা পর্দার সামনে ও পিছনে . . .

কাহিনী ও সংলাপ : মনোজ বসু

চিত্র-নাট্য, পরিচালনা ও প্রযোজনা : সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রধান সহকারী পরিচালক : বিপু বর্ধন সহকারী পরিচালক : বিশু বর্মা
সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন বন্দোপাধ্যায় চিত্র-শিল্পী : দেওজীভাই
সহকারী : নিমাই রায়, বুলু লাডিয়া, আর, এস, মেহেরোত্রা, তরুণ গুপ্ত ও
এস. রায় স্থির-চিত্র : দেওজীভাই শব্দ-যন্ত্রী : ভূপেন ঘোষ
সহকারী : দেবেশ ঘোষ, যাদু চৌধুরী, সমীর ঘোষ ও আশীষ গীতিকার :
মনোজ বসু, সলিল চৌধুরী ও অনল চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা :
সলিল চৌধুরী সহকারী : প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী : রবীন বন্দোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : বিনয় দে সহকারী : তারক সাধু খাঁ, দিলীপ ও স্বদেশ
রূপসজ্জায় : শক্তি সেন, দেবী হালদার সহকারী : পরেশ
শিল্প নির্দেশ : কার্তিক বসু সহকারী : সোমনাথ চক্রবর্তী
রসায়নাধ্যক্ষ : আর, বি, মেহতা নৃত্য-পরিকল্পনা : বিনয় ঘোষ

যন্ত্র সংগীত : ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : এম, এল রায় এণ্ড কোং, দত্ত এণ্ড কোং

টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত

ও

পরিস্ফুটনায়—বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরী।

আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত সিংহ ও কেষ্টধন চক্রবর্তী

রূপায়ণে :

সবিতা চট্টোপাধ্যায় : অর্পণা দেবী : আশা দেবী : কমলা অধিকারী
কৃষ্ণাক্ষী : মঞ্জু : চিত্রা : পারিজাত : অমিতা : প্রতিমা : রাজা মুখোপাধ্যায়
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় : গঙ্গাপদ বসু : শীতল বন্দোপাধ্যায় : অরুণ কুমার
দক্ষিণা ঘোষাল : [illegible] বসু : নির্মল দাস : সত্যেন মজুমদার : ভূপতি রায়
তারক : মিন্টু দাসগুপ্ত : [illegible] চট্টোপাধ্যায় : লাবণ্য ঘোষ : [illegible]
বন্দ্যোপাধ্যায় : নির্বাণ বসু : হরিহর মুখোপাধ্যায় : গোপাল চট্টোপাধ্যায়
অনাথ চট্টোপাধ্যায় : নন্দীদাস মুখোপাধ্যায় : সুধো : সমীর : [illegible]
হীরালাল : বাচ্চু।

মহিম চৌধুরি নাম-করা উকিল। তাঁর একমাত্র ছেলে নীলাদ্রি। ভাল খেলোয়াড়—হস্টেলে থেকে ল-কলেজে পড়ে। টেনিস-টুর্নামেণ্টে জিতে স্ফূর্তিতে সে হস্টেলে ফিরে যাচ্ছে। লেকের ধারে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটি হ'ল সমীর—এক সময়ের সহপাঠী। আরে সর্বনাশ, এরই সঙ্গে জুটেছে মেয়েটা!

অমিতা মেয়েটার নাম। বাপ-মা নেই, মামা পরেশের আশ্রয়ে থাকে। মামা-মামীর ব্যবহার ভাল নয়। দেশের কাজের লোভ দেখিয়ে সমীর তাকে নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য, অমিতার মায়ের গয়নাগুলো হাত করা; তারই ষড়যন্ত্র-জাল। সঙ্কট-মুহূর্তে নীলাদ্রি আবার এসে পড়ল—ট্রফি ভুলে রেখে গিয়েছিল। র‍্যাকেটের আঘাতে সে সমীরকে ধরাশায়ী করল; অমিতা রক্ষা পেল।

ট্যাক্সি করে অমিতাকে মামার বাড়ি পৌঁছে দেবে। মোটর-দুর্ঘটনা। নীলাদ্রি ও অমিতাকে অচেতন অবস্থায় নিকুঞ্জ-বিলাস হোটেলে নিয়ে তুলল। সমীরের ব্যাগ এসে পড়েছে এদের সঙ্গে। আর আছে অমিতার এটাচি-কেস। ব্যাগ দেখে হোটেলের লোক বুঝে নিয়েছে, ছেলেটির নাম সমীর; আর দু'জনে এরা স্বামী-স্ত্রী। তাই একঘরে রেখেছে।

সকালবেলা সুস্থ হয়ে অমিতা পরেশকে জানাল, রাত্রে সে বান্ধবী মীরার বাড়ি ছিল—মীরার মা তাকে বৃন্দাবনী শাড়ি দিয়েছেন। তারপরে পরেশের বাড়ি গিয়েই বিষম বিভ্রাট। মীরা এসে পড়েছে আগেই; আবার এটাচি কেস খুলতে শাড়ির বদলে বেরিয়ে পড়ল সমীরের পোষাক। হোটেলের চাকর ব্যাগ ও এটাচি কেসের জিনিষ বদলা-বদলি করে ফেলেছে।

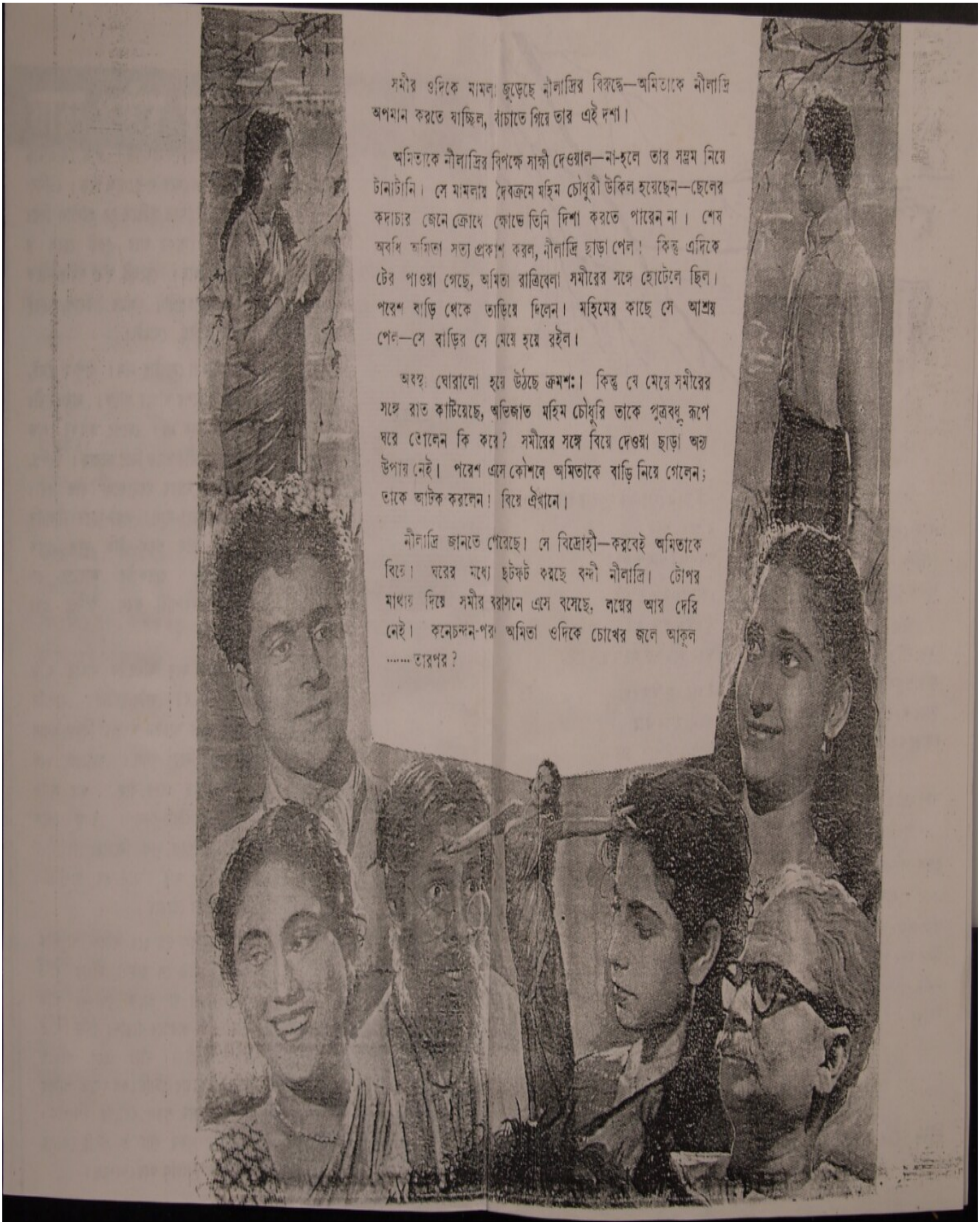

সমীর ওদিকে মামলা জুড়েছে নীলাদ্রির বিরুদ্ধে—অমিতাকে নীলাদ্রি অপমান করতে যাচ্ছিল, বাঁচাতে গিয়ে তার এই দশা।

অমিতাকে নীলাদ্রির বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ান—না-হলে তার সম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি। সে মামলায় দৈবক্রমে মহিম চৌধুরী উকিল হয়েছেন—ছেলের কদাচার জেনে ক্রোধে ক্ষোভে তিনি দিশা করতে পারেন না। শেষ অবধি অমিতা সত্য প্রকাশ করল, নীলাদ্রি ছাড়া পেল! কিন্তু এদিকে টের পাওয়া গেছে, অমিতা রাত্রিবেলা সমীরের সঙ্গে হোটেলে ছিল। পরেশ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মহিমের কাছে সে আশ্রয় পেল—সে বাড়ির সে মেয়ে হয়ে রইল।

অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। কিন্তু যে মেয়ে সমীরের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, অভিজাত মহিম চৌধুরি তাকে পুত্রবধূ রূপে ঘরে তোলেন কি করে? সমীরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। পরেশ এসে কৌশলে অমিতাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন; তাকে আটক করলেন! বিয়ে ঐখানে।

নীলাদ্রি জানতে পেরেছে। সে বিদ্রোহী—করবেই অমিতাকে বিয়ে। ঘরের মধ্যে ছটফট করছে বন্দী নীলাদ্রি। টোপর মাথায় দিয়ে সমীর বরাসনে এসে বসেছে, লগ্নের আর দেরি নেই। কনেচন্দন-পরা অমিতা ওদিকে চোখের জলে আকুল ……তারপর?

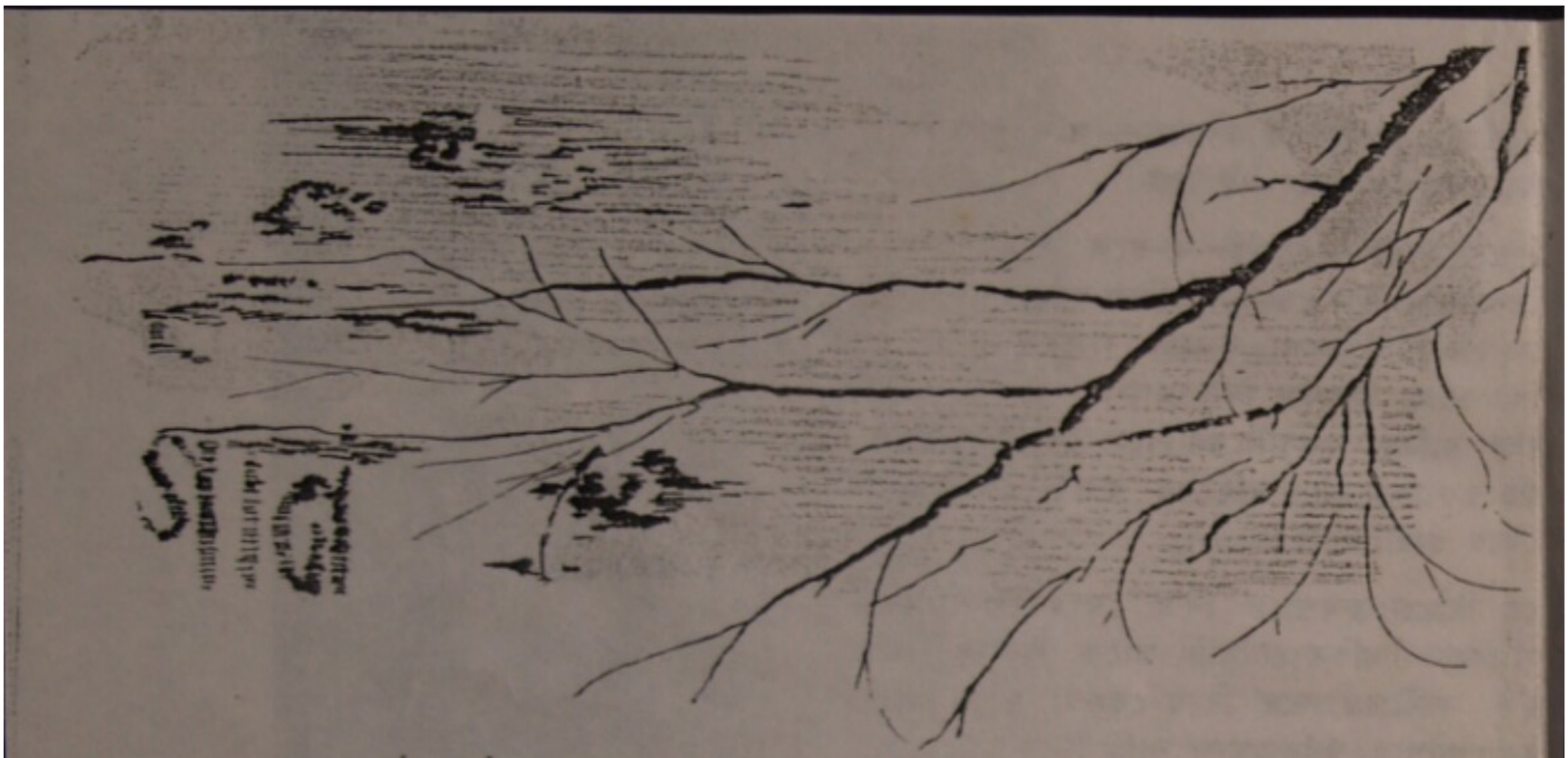

[১]

মেঘে মেঘে রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌
বর্ষার গান শোনোকি।
মনে মনে তাই দিয়ে স্বপ্নের মায়াজাল
আজি বোনোকি॥
মেঘ মাটির এই মিলন মেলায়
আকাশ খুসীর যেন ঝরণা ঝরায়।
সুরের লহরী জাগে উন্মনা বায়
ময়ূরের মত তা তাথৈ তাতাথৈ
নাচে মোর মনও কি॥
বর্ষণ সন্ধ্যায়,
পুলকিত তনু মন স্বপ্ন ছড়ায়।
চঞ্চল তটিনী,
সাগরের টানে কল কল্লোলে ধায়॥
তাল তমাল বন তন্দ্রাহারা
উসর মরুর বুকে তুলছে সাড়া।
নবীন রসের ধারা প্রাণ বন্যার
ময়ূরের মত তাতাথৈ তাতাথৈ
নাচে মোর মনও কি॥

[২]

জীবন মন চরণে তোমার দিনু ডালি
ওগো কিবা আছে আর
নাই রতন মোর নাই মুকুতার হার
কম্পিত অন্তর,
সজল ঘন শ্যাম সুন্দর॥
তোমারে বাঁধিতে চাই
বাঁধনের পার নাই
ভুবন জুড়ে তরু লতায়॥
বাঁধনে ধরা দিয়ে গো
বন্ধন মোচন করো
আপনা সঁপিতে চাই
আপনার মাঝে পাই
আনন্দের প্রাণ বন্যায়॥
ধূপের মত জ্বলি গো॥
সৌরভে জীবন ভরো॥

[৩]

তারে উদাস চাঁদ উদাস আসমাঁ উদাস
ম্যয় উদাস হুঁতো হ্যায় সারা জাহাঁ উদাস।
কালিঙ্গ কা দিল বুঝা বুঝা
ফুলোঁ কা রঙ উড়া উড়া
ঘুটি ঘুটি সি হ্যায় ফিজা
রুকি রুকি সি হ্যায় হাওয়া॥
বুলবুল উদাস গুল উদাস গুলসিতাঁ উদাস
ম্যয় উদাস হুঁতো হ্যায় সারা জাহাঁ উদাস।

মেরী খুসীকা কেয়া হুয়া
মেরী হসি কাহা গায়ি
জিস্‌কা হায় নাম জিন্দগী
ও জিন্দগী কাহা গায়ি ॥

ন্যায় ফিন্ উদাস দীপ উদাস, রোশনী উদাস।

[৪]

না জানিরে, কোথা মন তটিনীর মত ধায়,
কেবা জানে কিসের টানে
মরু পথে আপনা হারায় ॥

একুল ওকুল দুকুল ভাঙ্গে
আপন রাগে আপনি রাঙে।

উপল বাধা নাহি মানে, বিরহিনী ধায়।

রাই অভিসারিণী সাজে
আঁধারে না পায় দিশা পথ কোথায়
কঙ্কন কিনি কিনি বাজে
পায়ে পায়ে মরি লাজে।

দুরু দুরু হিয়া থর থর কাঁপে
রাখিতে না পারি হিয়া মাঝে
জনম দুঃখিনী রাই কাঁদে
চির বিরহি মাঝে—

যুগে যুগে বাঁশি বাজে
মন নাহি রহে মন মাঝে—

[৫]

বঁধুর লাগিয়া বাসর সাজানু
গাথিনু ফুলের মালা।
কাজল পরিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা ॥

নিঠুর সে বঁধু এলোনা হায়
চোখের সলিলে সাধের কাজল
ধুইয়া মুছিয়া যায়।

আসিবে বলিয়া পরান তিয়াষে
বসিনু দ্বারের পাশে
গহীন আঁধারে সাধের প্রদীপ
নিভিল দীঘল শ্বাসে।

আসিবে বলিয়া লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥

সখি পথ চেয়ে চেয়ে অন্ধ দু আঁখি
বঁধু তো এলো না হায় ॥

প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীদীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত এবং অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দু'আনা